আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবসে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী

১৭ অক্টোবর ২০০৬

এ বছরের আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবসের প্রতিপাদ্য 'দারিদ্র্য দুরীকরণে একযোগে কাজ করা' দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে প্রকৃত বিশ্ব ঐক্যের প্রয়োজনীয়তাকেই প্রতিফলিত করছে, যেখানে উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব প্রকৃত কিন্তু অপর্যাপ্ত অগ্রগতি অর্জন করছে। ১৯৯০-২০০২ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল বিশ্বের জনগোষ্ঠীর মধ্যে চরম দারিদ্র্যের হার উলে-খ্যযোগ্যভাবে ২৮% থেকে ১৯% হ্রাস পেলেও বিভিন্ন অঞ্চলে ও দেশের মধ্যে অগ্রগতির ক্ষেত্রে তারতম্য রয়েছে। এশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির ফলে ১০০ কোটি মানুষের প্রায় এক চতুর্থাংশ চরম দারিদ্র্য সীমার ওপর উঠে এসেছে। কিন্তু এশিয়ার পশ্চিমাংশে ও আফ্রিকার উত্তরাংশে দারিদ্র্যের হার অনড় অবস্থায় রয়েছে। অন্যদিকে অর্থনৈতিক পালাবদলের কারণে পুর্ব ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ায় দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে আফ্রিকার সাব সাহারা অঞ্চল। এ অঞ্চল ২০১৫ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য অর্ধেকে নামিয়ে আনার সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে হয়ত ব্যর্থ হবে।

স্পষ্টতই দারিদ্র্য ও অনুন্নয়নকে মোকাবেলা করার জন্য আমাদের আরো কিছু করা প্রয়োজন। দোহা বাণিজ্য আলোচনার মাধ্যমে সকলের জন্য আরো অবাধ ও ন্যায্য বাণিজ্য নিশ্চিত করা প্রয়োজন। উন্নত দেশগুলোর উচিত তাদের আনুষ্ঠানিক উন্নয়ন সহায়তা (ও.ডি.এ.) ও ঋণ মওকুফ সংক্রান্ত অঙ্গীকারগুলো রক্ষা করা। উন্নয়নশীল দেশগুলোর উচিত, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা এবং যদি এখনও তারা তা না করে থাকে, তবে সেগুলো অর্জনে জাতীয় কৌশল গ্রহণ করা। তাদের উচিত শাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং আইনের শাসনকে শক্তিশালী করার ওপর জোর দিয়ে ও.ডি.এ. প্রবাহ ব্যবহার করে জাতীয় সামর্থ্যকে টেকসইরূপে বৃদ্ধি করা। এবং যেসব দেশ ইতিমধ্যেই সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের পথে রয়েছে তারা আরো উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে।

অনুশোচনার বিষয় হল 'উন্নয়নের জন্য বিশ্ব অংশীদারিত্ব' কেবল শে-াগানই থেকে গেল। এ ক্ষেত্রে আমাদের পরিবর্তন আনতে হবে। সকল প্রধান উন্নয়ন অংশীদার-সরকার, বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজ এবং দরিদ্র জনগণ- সবাইকে জীবনমান উন্নয়নে ও মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে প্রকৃত অর্থেই দারিদ্রের বিরুদ্ধে সমষ্টিগত প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

দারিদ্র্যকে ইতিহাসে পরিণত করার, আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় নৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার দায়িত্ব কেবল কিছু মানুষের নয়, এতে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। দারিদ্র্য বিমোচনের আন্তর্জাতিক দিবসে আমি এই সংগ্রামে সকলকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। এক সাথে কাজ করলে দারিদ্র্য দুরীকরণের ক্ষেত্রে আমরা প্রকৃত ও পর্যাপ্ত অগ্রগতি অর্জন করতে পারব।

*   *   *